পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন

পঞ্চপাণ্ডবের বনপর্ব্ব আরম্ভ করবার আগেই একটু গৌরচন্দ্রিকা ক'রে রাখা ভাল যে 'পঞ্চপাণ্ডব' বললে একটু ব্যাকরণের ভূল হয়! আমাদের আর এক জন ফাউ ছিল, অবশ্য তাকে মহাভারতের মতে ষষ্ঠ পাণ্ডব কর্ণ বল্‌তে হবে। তবে সে ছিল আমাদের host সেইজন্য তাকে আমরা বরাবরই উহ্য বলে মনে করে এসেছিলাম, যদিও, কাজের বেলায় সেই ছিল আমাদের ভীম, কারণ আমাদের পাণ্ডব ভাইদের মধ্যে বনগমনের পূর্ব্বে সকলেই এক এক জন পাকা 'রাঁধুনী' এ'কথা খুব বড় গলায় বল্‌লেও, বস্তুতঃ আমাদের host বাবুই ছিলেন—আচ্ছা থাক্ সে কথা এখন! "Dip in the middle" না ক'রে কথামুখেরই অবতারণা করা যাক্।

১লা মার্চ্চ তারিখে Collegeএর সাপ্তাহিক পরীক্ষা শেষ হবার পর চিনাবাদাম চিবুতে চিবুতে পঞ্চপাণ্ডবের এক Conference বস্‌ল, বনপর্ব্ব আরম্ভ করবার আগে ways and means নির্দ্ধারণের জন্য। কোন্ বনে যাওয়া হবে, সেইটেই হয়েছিল তর্কের বিষয়। অবশ্য আমাদের "বাবা গবর্ণমেণ্টের" (গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই পিতৃস্থানীয়, কারণ, শাস্ত্রে আছে।

"অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, যস্যকন্যা বিবাহিতা।
জনয়িতোপনেতা চ, পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

অবশ্য আমাদের গভর্ণমেণ্ট 'অন্নদাতা' না হলেও, 'ভয়ত্রাতা' যে বটেই, এতে আর সন্দেহ কি। ইতি ফুটনোটঃ) Royal Botanic Garden স্মরণাতীত কাল হতেই "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" এর মর্য্যদা যাঁরা রক্ষা করেন, তাঁদের একটা proverbial স্থান হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেটা আমাদের বনবাস আর অজ্ঞাতবাস এই দুয়েরই উপযোগী

হবে কি না এই নিয়ে তুমুল বাদবিসম্বাদের পর unanimously স্থির করা হ'ল যে আগড়পাড়া আমাদের host বাবু শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের বাগান বাটিকায় বনবাসের আস্তানা বসাতে হবে। বন্ধুবর দেবব্রত (অবশ্য তিনি পাণ্ডবকুলের বাইরে)—তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না যেতে মাথা চুলকিয়ে এঁ্যা এঁ্যা—বাবার বারণ আমি বাইরে কোথাও খাই না "ইত্যাদি সে অনেক কাকুতি মিনতি। অনুমানে বোঝা গেল "তাঁর বাড়ীর ঠাকুর মহোদয়ের হাতের delicacy ছাড়া আর কিছু বোধ হয় তেমন মুখরোচক হয় না। তাই.....যাক্। শেষ পর্য্যন্ত টিকে গেলাম আমাদের host babu ওরফে কর্ণ ওরফে প্রবোধচন্দ্র ; দ্বিতীয়তঃ আমাদের 'ধর্ম্মরাজ' অর্থাৎ ললিতকুমার (বসু)—the chip of the old block ; তৃতীয়তঃ, শিশু (বয়সে নয়, শুধু নামে ; কারণ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, তিনি Quarter of a century কাবার করেছেন)—তিনি হলেন আমাদের তৃতীয় পাণ্ডব। চতুর্থতঃ আদিনাথ ওরফে 'ভীম' আর তারপর বিভূতি ওরফে 'নকুল' এবং অমরেন্দ্র ওরফে 'সহদেব'। ঠিক হয়ে গেল মার্চের দুতারিখেই ভোরের ঝোঁকে "যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া।" (কারণ বনগমনের আগে শ্রীহরির শরণ যে খুবই প্রয়োজন)। সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করা গেল।

সকালে উঠে Sealdah Stationএ গিয়ে দেখি, আমাদের ধর্ম্মদাস ভায়াজীবন case শুদ্ধ camera আর তার knapsack নিয়ে মানোয়ারী গোরার বেশে হাজির। ধর্ম্মরাজের স্কন্ধেই সব চাপান হয়েছিল একথা বল্‌লে travesty of truth করা হবে। বনগমনের পূর্ব্বে যথোপযুক্ত চাল-ডাল-হাঁড়ি-কুঁড়ি-মাংস-চা-বিস্কুট কেটল্যাদয়ঃ আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। যদিও বনবাসে হওয়া

উচিত Plain living, আমরা কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের নজিরে চা বিস্কুটও নিয়েছিলাম। কারণ, রামচন্দ্রের বনগমনের পূর্ব্বে দশরথ বলেছিলেন—

"রাম, তুই যাবি বন বাস ?
একান্তই যদি যাবিরে বনে ওরে, সঙ্গে নে' সীতা লক্ষ্মণে,
(আর,) একসেট্ পাশা, দু'জোড়া তাস ॥
কাঁদাস্‌নে তোর বুড়ো বাপকে ওরে, চিঠি দিস্ তুই প্রতি ডাকে,
(নিত্য) সকালে উঠে তুই চা-বিস্কুট খাস্ ॥"

এ হেন নজির পেয়ে আমরা চা-বিস্কুট এবং বনবাসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিতে ভুল করি নি।

যাক্, এবারে বনযাত্রা proper সুরু করা যাক্। ৭ টার সময় গাড়ী ছাড়ল ঢং ঢং ঢং। গাড়ীর আসরখানা বেশ একটু জমিয়ে সরগরম করা গেছে, এমন সময় "নাব্, নাব্, নাব্।" যে যার পাততাড়ি বগলে ক'রে অবতরণ পুরঃসর গন্তব্যস্থানাভিমুখে অর্থাৎ বনাভিমুখে যুড়ীর অভাবে চরণযুড়ীতেই চল্‌লাম মাঠের মধ্যে দিয়ে মরুপথে ঘরছাড়া এক পান্থদলের মত। অবশেষে পৌঁছুলাম আমাদের বনরাজ্যে। মাঝারি আকারের বনটা। বনটার একটু বর্ণনা না দিলে তার প্রতি একটু অবিচার করা হয়। "তমালতালী-বনরাজীনীলার" মধ্যে ছোট্ট একখানা ঘর, যেন অসীম নীলসাগরের বুকে ছোট্ট একটি শাদা দ্বীপ। চারিদিকে আম, নারিকেল, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ নীরব শান্ত্রীগুলোর মত বাগান রক্ষার জন্যই যেন দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে নীরবে। মাঝে মাঝে তন্দ্রাঘোরে, হঠাৎ চম্‌কে উঠে "সর্ সর্, ঝর্ ঝর্" ক'রে যেন বলছে—"কে এলে গো এ অজানা পুরে।" পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে সারা বনখানাকেই আলো-ছায়ায় mosaic ক'রে তুলেছিল—চিতে বাঘমার্কা বোষ্টমের গায়ের

মত। আর মাঝে মাঝে মলয়ের মিঠে স্বাদ পেয়ে কোকিল বধুরা ডেকে উঠেছিল—"কুঃ" অর্থাৎ "কঃ" অর্থাৎ "তোমরা কে?" বড় বড় তিনটে পুকুর—তার প্রত্যেকটাতেই ঝাঁঝি মহাশয়রা বেশ আধিপত্য লাভ করেছে দেখলুম্। আর বনের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দূরে দেখা যাচ্ছিল একটা সৌধের মত কিছু। সেটা দেখেই বিভূতি বলে উঠ্‌ল "There perhaps some beauty lies

The cynosure of neighbouring eyes."

ওঃ হরি! আমাদের যিনি "Cicerone" ছিলেন তিনি বল্‌লেন যে ওটা সৌধটৌধ কিছুই না। ওটা Marshall's Engineering Works। রাধামাধব! একেবারে Poetryর রাজ্য থেকে Proseএর রাজত্বে! ছি! ছি! না বলাই উচিত ছিল যে ওটা একটা Workshop—

"Where ignorance is bliss,

It is folly to be wise."

বেলা বাড়ছিল ক্রমেই। একটু "গরম পানির" বন্দোবস্ত করা গেল। চা যা হোলো তা আর বল্‌ব না! আমরা অমরেন্দ্রের চা বানানর কসরৎ দেখে, ভবিষ্যতে তাকে একটা Tea cabin খোলবার পরামর্শ দিয়ে কোন 'রকমে নাককান বুজে রুটিসহ তার সদ্ব্যবহার করলুম—কারণ পয়সার মাল ফেলা যায় না ত! তারপর Photo নেবার পালা। আমাদের Artist বাহাদুর খান পাঁচ ছয় Snapshotএ তুলে নিলে—তার নানারকম gesture, posture। তার মধ্যে একটা একটু উল্লেখযোগ্য। আমরা পুকুরে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের মধ্যে একজনের (বিভূতির) তখন ভগবানের প্রতি খুব ভক্তি লেগে গেছে—অর্দ্ধস্তিমিত নেত্রে সে বোধ হয় তখন বেদমাতার ধ্যানে নিমগ্ন।